সংবাদ

তারিখ 18 JAN 20.3
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভই

বিলু কবীর

বিতর্ক

গত ৩রা জানুয়ারি অধ্যাপক আবদুল হালিম শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি করার পক্ষে লিখেছেন। তার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাঠকদের কাছে প্রতিক্রিয়া আহ্বান করেছিলাম। ব্যাপারে অনেকেই তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। এখানে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা দু'জন লেখকের দু' প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হলো।

শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মূলতঃ বাংলাতেই। তবে তাতে সমানতালে অঙ্গীভূত করতে হবে ইংরেজিকেও। কারণ আপাততঃ বিশ্বমানের বিদ্যার্জনের জন্য ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। একদা জাপানি ভাষাকে যেতে হয়েছিল ইংরেজির কাছে। ইংরেজিকেও যেতে হয়েছিল ল্যাটিনের কাছে। আত্মসমৃদ্ধির জন্য অন্য ভাষার কাছে এ ধরনের মুখাপেক্ষী হওয়ায় মঙ্গল বৈ কোন অমঙ্গল আছে বলে মনে হয় না।

আমরা অবচেতনভাবে ধারণা করে থাকি যে, আমাদের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের নাম করে বছর তিরিশেক হয় ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করে আসছেন। ফলে আমাদের শিক্ষার পরিসরটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। পরিণামে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে এক ধরনের পশ্চাৎমুখী বিপর্যস্ত অবস্থা। এই ধারণায় ফলাফলের হিসাবটা ঠিক থাকলেও বিশ্লেষণে কোথায় যেন একটা ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে। যারা বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তারা মুখ্যত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আদর্শিক মূল্যবোধের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। এর মধ্যে মাতৃভাষার উৎকর্ষণ ও সমৃদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক হিসাবও কিন্তু নিহিত ছিল। তারা মূল শিক্ষাকে প্রথমত, মাতৃভাষার মাধ্যমে করার কথা বলেছেন মানে এই নয় যে, তারা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। কারণ এ ধরনের চেতনা লালন করার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই যে, ইংরেজি শিক্ষা ব্যতিরেকে বিশ্বমানের শিক্ষার্জন আমাদের দেশে সম্ভব। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্যই স্মর্তব্য যে, ইংরেজি নিজেই কিন্তু কোন কোন বিদ্যা নয়, বরং সে হলো বর্তমান বিশ্বে সাধারণের মানসম্পন্ন বিদ্যা লাভের অন্যতম উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

যারা বাংলা ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশক, তাদের স্বপ্ন এমন ছিল না যে, বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পড়ালেখা করা যাবে না। তারা খুব ভাল করেই জানতেন, মর্যাদার দিক থেকে বাংলা ভাষা পৃথিবীর সামনে বিশেষ উচ্চতায় সমাসীন হলেও বিদ্যার্জনের বিবিধ শাখায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে একক মাধ্যম হিসেবে সে অবশ্যই সক্ষম নয়। যে অসক্ষমতা একদা ইংরেজিরও ছিলনা। পরিশব্দ গঠনে বিরাট শূন্যতা এবং নানান সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলায় এখনও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক বই-পত্র রচিত বা অনূদিত হতে পারেনি। ফলে বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের সকল পর্যায়েই আমাদেরকে আপাতত ইংরেজির মুখাপেক্ষী হতেই হবে। এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় সমুদয় পাঠ ঢুকোবার গোঁ ধরাটা নির্জলা গোঁয়ার্তুমিই হবে এবং এ ধরনের গোঁ আসলে কখনই কেউ ধরেনি। যতক্ষণ না আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষালাভের জন্য পাঠ্য পর্যাপ্ত বইপত্র বাংলা ভাষায় রচিত কিংবা অনূদিত হচ্ছে। ততক্ষণে আমাদের অন্য ভাষার কাছে যেতেই হবে। এই অন্য ভাষার দ্বার খুঁজতে অনেকটা অভ্যস্ত এবং সহজসাধ্য যে ভাষাটা আমরা পাই, সেটা ইংরেজি ছাড়া অন্যকোন ভাষা নয়।

এতদিন 'বাংলা-বাংলা' করে আমরা যেমন ইংরেজিকে এক রকম বাদই দিয়ে বসেছি, তেমনি 'ইংরেজি-ইংরেজি' করে দেখা যাবে বাংলাও বাদ যেতে বসেছে। তাতে সমূহ হিতেবিপরীত হয়ে যাবে।

বাংলা ভাষায় শিক্ষার্জনের কথা যারা বলেছিলেন, তাদের চেতনায় অন্তত দু'টি মহৎ প্রত্যাশা কাজ করেছিল। এক হলো ঃ মাতৃভাষায় শিক্ষা হলে আপন ভাষার মর্যাদা বাড়বে। আর দুই হলো ঃ যেহেতু বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় সকল শাখার বইপত্র ভাষায় নেই, সেহেতু এই ভাষায় দ্রুতলয়ে ওইসব বইপত্র রচিত এবং অনূদিত হবে। ফলে একটি অদীর্ঘ সময়ে আমাদের শিক্ষাবলয়ে এক ইতিবাচক বিস্তার ঘটবে। এতে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতাও বাড়বে, ভাষারও সমৃদ্ধি ঘটবে; কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বাস্তবে তা হতে পারেনি।

রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এসব দেশে লেখাপড়া করতে গেলে আমাদের মধ্য বয়েসে নতুন করে তাদের ভাষা শিখতে হয়। তাদের ভাষায় বিবিধ বইপত্র জার্নাল এবং অভিসন্দর্ভ এতটাই সমৃদ্ধ যে, তার বলতে পারেন কিংবা শিক্ষার্থীও অনুধাবন করতে পারেন যে, ওই দেশের ভাষা শিক্ষা ছাড়া উপায় নেই। আর ইংরেজির ক্ষেত্রতো বিদেশ কেন দেশে উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরিক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার ঘাটতি কমাতে মাঝ বা বৃদ্ধ বয়সে আমাদের জন্য অলঙ্ঘনীয়। অতএব ইংরেজির ধারটা আগ থেকেই একটু শাণিত থাকলে কর্মজীবনে আর আমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না।

মূল বইটি পড়ার জন্য বাংলা শেখা ছাড়া উপায় নেই দেখে ইংরেজি 'সং অফারিং' পড়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব মাঝ বয়সে বাংলা শিখেছিলেন। অর্থা মৌলিক ভাণ্ডার যদি আমরা শক্তিশালী করতে পারি তাহলে আমাদের অন্য ভাষার দ্বারস্থ তো হতে হবে না, উপরন্তু অন্য ভাষাভাষিরা বাংলা শেখার অনুভব করবেন। এই একই মূল্যবোধে বুঝবে যে, অধুনা আমাদের সামনে বাংলার সঙ্গে ভালভাবে ইংরেজি শেখার কোন বিকল্প 'ইংরেজি-ইংরেজি' মাতমে বাংলা বিমুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও উলটানুরূপভাবে ইংরেজির সেটা ঘটেছে। বাংলার ক্ষেত্রে সেটা বোধ হ না। কারণ বাংলা রয়েছে আমার রক্তে, আর থাকবে আমার মগজ ও ঠোঁটে।

ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পুরনো পণ্ডিতি অসুখ আছে। সেটা হলো ব্যাকরণস ইংরেজি গলধঃকরণের প্রয়াস। ব্যাকরণই পথকে দীর্ঘ এবং নিরস করে দিয়েছে। শিখতেই আমাদের এনার্জি শেষ, ভাষা শিখ আর ভাষা শিখতে শিখতে এনার্জি আরও ভাষায় মূল শিক্ষা অর্জন করবো কখন? ম বানাতেই গতায়ু অবস্থা। গাড়ি চড়ে পথ অতি

কেরানি বানানোর মতো একটা জগাখিচুড়ি ইংরেজি ব্রিটিশরা এতদঞ্চলে চালু করে গেছে। পরে অনেকে সচেতনভাবে এর বাইরে উচ্চমানের ইংরেজি শেখায় ব্রতী হয়েছেন। এই সুবাদে ভাল হোক আধা ভালো হোক আমাদের দেশে বাংলার পরে অন্য কোন ভাষা নয়, মূলতঃ ইংরেজিতেই আমরা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছি। অতএব ব্যাপকমাত্রায় ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করাটাই আমাদের জন্য অন্য যেকোন ভাষার তুলনায় সহজ এবং সত্য এই যে, এই ভাষাতেই অন্য সকল ভাষার চেয়ে অধিক মাত্রায় শিক্ষার যাবতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন সম্ভব। তাই ইংরেজির দ্বারস্থ হতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বরং মঙ্গলার্থে সেটাই করা প্রয়োজন।

তবে হ্যাঁ, শিক্ষার প্রথমতম মাধ্যম থাকতে হবে আদর্শিক কারণে বাংলা। নইলে যে বিশ্লেষণেই হোক,

---

নেত্রকোনা ঃ এককালের প্রমত্তা

অপরিকল্পি
নেত্রকোন

সঞ্জয় সরকার, নেত্রকোনা
অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও খননে
নেত্রকোনা জেলার ছোট-বড় ৫
নাব্যতা হারিয়ে যাচ্ছে। বালু আর
রি জমে নদীগুলোর বুকে জে
অসংখ্য চর। দিন দিন এসব
উঠছে বসতি; জনপদ। কোন কে
বুক জুড়ে চলছে চাষাবাদ। ফলে
জেলা নেত্রকোনার বিভিন্ন
সেচব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপর্য
অবনতি ঘটেছে নৌ-যোগাযোগ
এক সময় যে নদীগুলোতে উত্
উঠতো, মাঝিদের নৌকা চলতো প
সেই নদীগুলো আজ পরিণত
ফসলের ক্ষেতে।

নেত্রকোনায় একটা বিস্তৃত অং
ভাটি এলাকা। বর্ষাকালে এসব
জুড়ে থাকে থৈ থৈ পানি। তখন
নৌকা, ট্রলার ও লঞ্চ চলে। য
ব্যবস্থা হয় দ্রুততর ও সহজ; কিন্তু
মৌসুমে মাইলের পর মাইল প
দিতে